MODULE : 3

SEC – 2

অনুবাদ

ইন্দ্রাণী রুজ

বাংলা বিভাগ

অধ্যাপক, ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ

অনুবাদ কী এবং কেন

অনুবাদের বিভিন্ন প্রকার

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ

অনুবাদ কাকে বলে?

একটি ভাষা থেকে অন্য আরেকটি ভাষায় পরিকল্পনাগত রূপান্তর প্রক্রিয়া তাকে অনুবাদ বা ভাষান্তর বলা হয়। ভাষার অনুবাদে দুটি ভাষার মধ্যে যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় তাকে 'উৎস ভাষা' (source language), এবং যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে তাকে 'লক্ষ্য ভাষা' (target language) বলা হয়। অর্থাৎ উৎস ভাষা থেকে লক্ষ্য ভাষায় ভাষাগত উপাদান এবং যোগ্যতার (বিষয়, বক্তব্য, ভঙ্গি ইত্যদি) দ্বারা পাঠ নির্ণয় করার রূপান্তরের প্রক্রিয়াই 'ভাষানুবাদ' তথা অনুবাদ।

প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব গঠনভঙ্গি, প্রকাশরীতি ও বৈশিষ্ট্য আছে। অনুবাদে সে বৈশিষ্ট্যের যথাযথ প্রতিফলন দরকার। মোট কথা, অনুবাদে মূল সুরটি কিছুতেই বিকৃত করা যাবে না।

অনুবাদ হল এক ধরনের শিল্প। অনুবাদ কর্মে যদি ভাষায় মুন্সিয়ানা আর মূলের রূপ, রস, স্বাদ ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকে তবে অনায়াসে তা শিল্পকে ছুঁয়ে যেতে পারে।

উৎস ভাষা (Source Language)

উৎস ভাষা বা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ হল প্রোগ্রামিং ভাষা বা মূল ভাষা, যে মূল ভাষাটিতে কোনও বিষয় রচিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ভাষা থেকে অনুবাদ করতে হবে সেটিকে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ বা উৎস ভাষা।

লক্ষ্য ভাষা (Target language)

লক্ষ্য ভাষা বা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ হল একটি ভাষা যা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে লাভ করা অথবা অনুবাদ করা হয়। অর্থাৎ উৎস ভাষা থেকে যে ভাষায় অনুবাদ করা হয় তাকেই বলা হয় লক্ষ্য ভাষা।

সুতরাং, সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ হলো মূল বা প্রোগ্রাম লেখার জন্য ব্যবহৃত ভাষা, যেখানে 'টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ' হলো সে প্রোগ্রামের লক্ষ্যভাষা যে ভাষায় পাঠক অনূদিত রূপটি পাঠ করেন। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'I saw in Luisiana a live oak growing' কবিতাটির দুটি লাইন হল —

"I saw in Luisiana a live oak growing,

All alone stood it and the moss hung down from the branches,"

এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন ১৩৪১ সালের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকাতে। এই দুটি লাইনের অনুবাদ তিনি করেছেন —

"লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠেছে

একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।"

এখানে হুইটম্যানের কবিতাটি হল মূল লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি হল অনূদিত রূপ। মূল লেখাটির ভাষা যেহেতু ইংরেজি তাই এখানে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ তথা উৎস ভাষা হল ইংরেজি এবং অনূদিত কবিতাটি যেহেতু বাংলায় রচিত তাই এখানে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ বা লক্ষ্য ভাষা হল বাংলা। একইভাবে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে যেকোনও ভাষা, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজও তাই।

অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা :

(ক) ভাষাগত সংগ্রহের সীমানা : বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক বাধা অপসারণের জন্য অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। অনুবাদের মাধ্যমে ভাষাগত সীমানা দূর হয়ে যায়।

(খ) সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের বিস্তার : একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক ধারার বিস্তার ও পরিচয় হতে পারে। সাধারণ পাঠক অনুবাদের মাধ্যমে অন্য ভাষার সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে পারেন।

(গ) সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক ভাষার সংরক্ষণ : একটি ভাষার মূল সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ধারার সংরক্ষণ ও পরিচয়ের উদ্দেশ্যে অনুবাদ প্রয়োজন।

(ঘ) ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা : অনুবাদ মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(ঙ) ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজন : কোনও ব্যক্তি বা কোম্পানি কিংবা আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও ব্যবসায় স্থাপনের সুবিধার্থে অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(চ) আইন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন : আইন, মেডিকেল এবং বিজ্ঞানের জগতে, অনুবাদ প্রয়োজন হতে পারে যেখানে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সংবেদনশীল তথ্য উপস্থাপন করা যায়।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া যার ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সংযোগ ঘটে। এটি সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনগুলি পরিপূর্ণ করার কাজে ও উন্নতিসাধনে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

অনুবাদের সমস্যা :

অনুবাদ সবসময় ঠিক হয় না, কখনও কখনও অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনুবাদের মাধ্যমে পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না।

দক্ষ অনুবাদক খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং অনুবাদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়।

অনুবাদের যে প্রতিবন্ধকতার প্রতি নির্দেশ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার সেগুলি হল —

১। ধ্বন্যাত্মক শব্দাবলি

২। নিরর্থিত প্রয়োগ

৩। বিশিষ্ট বাগধারা

৪। সংস্কৃতি-লগ্ন শব্দাবলি

৫। পরিভাষা

৬। শব্দঋণ

৭। নৈকট্য জনিত প্রশ্রয়। যেমন — পিতাজী ≠ পিতা। কথ্য বাংলায় পিতা শব্দের চল নেই।

৮। সমার্থক শব্দাবলি। যেমন — যুদ্ধ, লড়াই, সংগ্রাম শব্দগুলি সমার্থক কিন্তু প্রেক্ষিত অনুযায়ী শব্দগুলির অর্থের রদবদল ঘটে।

৯। ভিন্নার্থক শব্দাবলি। বিষয় প্রসঙ্গে একই উচ্চারিত এবং লিখিত শব্দের অর্থ বদলে যায়। যেমন — অঙ্ক, মাথা, কাঁচা ইত্যাদি শব্দ বিভিন্ন শব্দ-সংলগ্ন হয়ে বিভিন্ন অর্থ তৈরী করে।

১০। রূপকার্থ বিন্যাস

ভিন্ন ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচন অন্য ভাষায় যথাযথ অনুবাদের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। সেক্ষেত্রে অনুবাদককে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। নচেৎ তা হাস্যকর অনুবাদে পরিগণিত হবে।

অনুবাদের প্রকারভেদ :

অনুবাদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন —

১. আক্ষরিক অনুবাদ এবং

২. ভাবানুবাদ।

আক্ষরিক অনুবাদ :

মূল ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা হয়। আক্ষরিক অনুবাদে ভাবার্থের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় না। 'Many men many mind' এই বাক্যের অর্থ যদি করা হয় — অনেক মানুষ অনেক মন; তাহলে তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায়।

আক্ষরিক অনুবাদ হল এমন একটি অনুবাদ প্রক্রিয়া যেখানে মূল ভাষার লেখা বা বাক্যের অক্ষরিক স্বরূপ বা ফর্ম পরিবর্তন করে অন্য একটি ভাষায় লেখা বা প্রকাশ করা হয়। এই ধরণের অনুবাদ সাধারণত বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন নাম, ঠিকানা, ইমেইল বা অন্যান্য সংযোগ তথ্য অনুবাদে। এই অনুবাদ সম্পাদনের মাধ্যমে কোনও ভাষার লেখা বা বাক্যের অক্ষরিক বা ফর্মাল ধারণাকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা হয়। আক্ষরিক অনুবাদ সম্পাদনে সাধারণত কোনও ভাষার স্বাভাবিক বা স্থানীয় অক্ষরিক স্বরূপকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়, যেমন ল্যাটিন বর্ণাক্রমের বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ।

ভাবানুবাদ :

মূল ভাষার ভাব ঠিক রেখে সুবিধামত নিজের ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করাকে ভাবানুবাদ বলা হয়। ভাবানুবাদে মূল রচনার প্রতিটি শব্দের অনুবাদ করা হয় না। 'Many men many mind' এই বাক্যের অর্থ যদি করা হয় — নানা মুনির নানা মত; তাহলে তাকে ভাবানুবাদ বলা যায়। 'Too many cooks spoil the broth' — 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'।

ভাবানুবাদ হল একটি প্রকারের অনুবাদ প্রক্রিয়া যেখানে মূল ভাষার ভাবস্বরূপ অনুবাদ করা হয়। এই প্রকারের অনুবাদে মূল ভাষার ভাবস্বরূপে প্রকাশিত বা অনুপ্রেরিত ধারণা, বিচার, অনুভূতি, সংবেদনা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্য একটি ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

ভাবানুবাদের লক্ষ্য হল মূল ভাষার মতো ভাবাঙ্ক বা মানসিক অবস্থা বা অভিজ্ঞতা অন্য ভাষায় ভাব বিশেষে প্রকাশ করা। মূল ভাষার ভাবানুবাদ অনুবাদকের বোধগম্যতা এবং তার বিবেচনা অনুসারে প্রকাশিত হয়। এই ধরনের অনুবাদ সাধারণত কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ভাবানুবাদের মাধ্যমে পাঠক বা শ্রোতার সাথে মূল লেখা বা ভাবাঙ্কের সম্পর্ক নিয়ে সম্প্রসারিত হয়, তারা মূল লেখা বা ভাবানুবাদের অনুভূতির কাছাকাছি আসতে পারে। ভাবানুবাদের মাধ্যমে ভাষার সাধারণ অর্থের বা শব্দের পাশাপাশি মূল লেখার ভাবানুবাদ ও ভাবাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশিত হয়।

অনুবাদের পদ্ধতি :

১. অনুবাদের অংশটি বারংবার পড়ে ভেতরের ভাবটুকু ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

২. মূল বাক্যে যে ক্রিয়া ও বাচ্য থাকে অনুবাদেও সেই বাচ্য ও ক্রিয়াপদ নির্দেশ করতে হবে।

৩. কঠিন ভাষা এড়িয়ে সাধারণ, বোধগম্য, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করা উচিত।

৪. ভাষার সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে মূলের বড় বাক্যকে ভেঙে ছোট ছোট করে অনুবাদ করা উচিত।

৫. পরিভাষা দুর্বোধ্য হলে মূল শব্দটি ব্যবহার করা চলে।

৬. মূল অংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি অনুবাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে রূপান্তরিত হবে।

৭. মূল রচনার ভাষা রীতি অনুবাদেও প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

৮. ইংরেজি নামগুলো ইংরেজি নামরূপেই অনুবাদ করতে হবে।

৯. অনুবাদকালে কোনও বাক্যের ব্যাখ্যা অপ্রয়োজনীয়। ভাষার চেয়ে ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

১০. অনুবাদ এক ধরনের শিল্প। এর ভাব ও ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।